ডাইরেক্টরীর শাসন।

রোবসপীয়েরের পতন এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসানের পর অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করে জাতীয় মহাসভা বা ন্যাশনাল কনভেনশন (National Con vention) ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডাইরেক্টরী (Directory) নামে একটি নতুন সংবিধান রচনা করে। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের তৃতীয় বছরে এই সংবিধান রচিত হয়েছিল বলে এই সংবিধান 'Constitution of the year III' নামে পরিচিত। নতুন সংবিধান অনুসারে পাঁচজন ডাইরেক্টর নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা গঠন করা হয়। এই সময় প্রবীণ পরিষদ (Council of Ancients) ও পাঁচশ সদস্যের দ্বারা গঠিত পরিষদ (Council of Five Hundred) নামে দুটি পরিষদযুক্ত একটি আইনসভাও স্থাপিত হয়। ডাইরেক্টরদের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছরে একজন করে ডাইরেক্টরকে পদত্যাগ করার এবং তাঁর স্থলে একজন নতুন সদস্যকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

ফ্রান্সের প্রথম পাঁচজন ডাইরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হন বারাস, লা রাতেলিয়ের, পাতুনিয়ে রাউবেল এবং কালো। শুরু থেকেই এঁদের সামনে নানাবিধ সমস্যা ছিল। দক্ষিণপন্থী অভিজাত এবং বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীগণ প্রথম থেকেই এই শাসনের বিরোধী ছিলেন। শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণির একাংশের সমর্থন ছিল এঁদের প্রতি। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ডাইরেক্টরীতে দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করতে হয়, যা 'বাসকুল' নীতি নামে পরিচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে ডাইরেক্টরী অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নেয়। ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে বাসকুল' নীতি অনুযায়ী তাঁরা জ্যাকোবিনদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট ডাইরেক্টরীর সামনে এক নতুন বিপন নিয়ে আসে।

ডাইরেক্টরী অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করায় মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অ্যাসাইনেটের মূল্য হ্রাস পায়। পরিবর্তে ডাইরেক্টরী নতুন কাগজী মুদ্রা 'ম্যান্ডেট টেরিটেরিয়ান' চালু করলেও তা ব্যর্থ হয়। ফলে ধাতব মুদ্রার প্রচলন করা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে রূপোর অভাব এক্ষেত্রেও মুদ্রাসঙ্কট সৃষ্টি করে। ফলে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, ছোট দোকানদার প্রমুখ আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে বর্ণিত ও ব্যবসায়ী শ্রেণির বুর্জোয়াদের হাতে প্রভূত অর্থ সজ্জিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে 'সোসাইটি অফ দ্য প্যানথিয়ন' নামক বিপ্লবী সংস্থার সদস্য ও ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক ফ্রাঁসোয়া ব্যবেউফ ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ও উৎপাদন দাবী করেন। তবে ব্যবেউফের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ব্যবেউফ ও তাঁর অনুগামীদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমবর্ষের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের জয়লাভ ডাইরেক্টরীর সদস্যদের মধ্যে ভাঙন নিয়ে আসে। র‍্যউবেলা র‍্যভেলিয়র ও বারাস কঠোরভাবে রাজতন্ত্রীদের মোকাবিলার পক্ষে ছিলেন। অপরদিকে ছিলেন কার্নো, পার্তেলিমি এবং নিম্নকক্ষ বা কাউন্সিল অফ ফাইভ হানড্রেডের সভাপতি পিশেগ্রু। এই পরিস্থিতিতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৭৯৭ ডাইরেক্টর প্যারিসের ভার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেয়। পিশেগ্রু, বার্তে ও আরো কিছু পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। কার্নো পলায়ন করেন। ১৯৮ জন নবনির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন বাতিল করা হয় এবং কার্নো ও বার্তেলিমির জায়গায় দু'জন নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

এরপর ডাইরেক্টরী ফ্রান্সে এক জরুরী শাসন প্রবর্তন করে। ষষ্ঠ বর্ষের নির্বাচনে বহু জ্যাকোবিন সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের বাদ দেওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যের এক কমিশন গঠন করা হয়। ১০৬ জন নতুন সদস্যের নির্বাচনকে কমিশন বাতিল করে এবং দুই পরিষদে পছন্দসই সদস্যদের রাখা হয়। এই পরিস্থিতিতে ডাইরেক্টরী ফ্রান্সে কিছুটা সংস্কারের চেষ্টা করে যেমন মুদ্রা বিনিময়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, বিদেশি পণ্য বিশেষত ব্রিটিশ পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক চাপিয়ে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা, শিল্পের অগ্রগতির প্রচেষ্টা,

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যয় সঙ্কোচ, প্রত্যক্ষ কর হ্রাস, ইত্যাদি। সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় আমলা নিয়োগের মাধ্যমে প্রশানিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অর্থসঙ্কট এবং মুদ্রাস্ফীতি ডাইরেক্টরীর বহু পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এছাড়া ডাইরেক্টরগণ দুর্নীতিপূর্ণ ও বুর্জোয়া শ্রেণির লোক হওয়ায় এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। আর বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ডাইরেক্টরীর অস্তিত্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতাদের হাতে চলে যায়। ডাইরেক্টরীর শাসনের শেষদিকে অসন্তোষ ও অরাজকতার সুযোগে ১৭৯১-এর ১০ই নভেম্বর (১৮ ব্রুমেয়র) সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ডাইরেক্টরীকে উচ্ছেদ করে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।